সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৩৮
WEEKLY BOOKLET-438

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ৭৭টি মাদানী ফুল (পর্ব-৯)

চেহারা আল্লাহ পাকের কিতাব ০৪
মীরাসের ভুল বন্টনকাফিরদের রীতিনীতি ০৮
নামায থেকে বিরত রাখা আবু জেহেলের কাজ ১৪
সন্তানদের ভালোবাসা হৃদয় কঠিন হওয়ার কারণ ১৭



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

"তাফসীর নূরুল ইরফান"

থেকে ৭৭টি মাদানী ফুল (পর্ব-৯)

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই **"তাফসীরে নুরুল ইরফান থেকে ৭৭ টি মাদানী ফুল"** (পর্ব: ৯) পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নেবে, তাকে কুরআনুল করীম অধিকহারে তিলাওয়াত করার তাওফীক দান কর, তাকে তার বাবা মা ও পরিবার সহ বিনা হিসাবে ক্ষমা কর।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পাঠ করে,আল্লাহ পাক তার প্রতি দশবার রহমত নাযিল করেন। আর যে আমার প্রতি দশবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার প্রতি একশত রহমত নাযিল করেন । আর যে আমার প্রতি একশতবার দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দেন যে, সে নিফাক ও জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত এবং

www.dawateislami.net

তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখা হবে।

(মুজামু আউসাত, ৫/২৫২, হাদিস: ২৭৩৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূরা মুরাসালাত থেকে পাওয়া ২টি সুন্দর কথা

(১) দুনিয়াতে মুমিনদের খেতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া এমন, যেমন অনুগত সেবককে খাবার দেওয়া, জান্নাতে মুমিনদের খাবার দেওয়া এমন হবে, যেমন মেহমানদের আপ্যায়ন করা হয়। দুনিয়াতে কাফিরদের খাবার দেওয়া এমন, যেমন ফাঁসির আসামীকে (ফাঁসির) তারিখের আগে খাবার দেওয়া হয়। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৭৬)

(২) কাফিরদের খাওয়া দাওয়াও অপরাধ, কারণ তারা খেয়ে-দেয়ে কুফরি করে। এজন্য মুমিনের খাওয়া-দাওয়া হলো নেকী, কারণ সে খেয়ে-দেয়ে নেক আমল করে। আর মুমিন হলো বরযাত্রী, হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হলেন বর, বরযাত্রীদের খাবার মেহমানী হিসেবে হয়, কিন্তু অপরিচিতের খাবার চোরের মতো। (তাফসীরের নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৭৬)

সূরা নাবা থেকে পাওয়া ৫টি সুন্দর কথা

(১) সূফীদের দম দরুদ করা সত্য, কারণ ফয়েয পৌঁছানোর ক্ষেত্রে ফুক দেওয়া হয়ে থাকে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৬৯৯)

(২) আসমানে অসংখ্য দরজা রয়েছে, তন্মধ্যে কিছু বিশেষ আর কিছু সাধারণ। প্রত্যেক ব্যক্তির রিযিক অবতরণ, আমল উপরে উঠার জন্য আলাদা দরজা রয়েছে, যা তার মৃত্যুর সাথে সাথে বন্ধ করে দেওয়া হয়। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মেরাজের জন্য বিশেষ দরজা ছিল,

www.dawateislami.net

যা হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام মেরাজে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য খুলিয়ে ছিলেন। এই জন্যই দ্বাররক্ষী জিজ্ঞাসা করেছিল যে, আপনি কে এবং আপনার সাথে কে আছে? জানা গেল, তিনি নতুন দরজা দিয়ে গিয়েছিলেন, সাধারণ দরজা অনেক প্রকারের আছে, যেমন তাওবার দরজা, যা সব সময় খোলা থাকে, কিয়ামতের কাছাকাছি বন্ধ হবে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৭৬)

(৩) দুনিয়াতে সফল সে, যে জান্নাত উপার্জন করেছে। শারীরিক মুত্তাকী সেই, যে নেক আমল করে। আন্তরিক মুত্তাকি সে, যার অন্তরে আল্লাহ ওয়ালাদের প্রতি আদব রয়েছে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০০)

(৪) মুমিনদেরকে প্রতিদানও দেওয়া হবে দানও করা হবে। কাফিরদের শুধুমাত্র প্রতিদান। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০০)

(৫) জান্নাতের নেয়ামতগুলো বাহ্যিকভাবে প্রতিদান হবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ পাকের দান, যেমনিভাবে দয়ালু বাহানা করে দিয়ে থাকে বা কিছু নেয়ামত প্রতিদান। যেমন হুর ও মহল সমূহ ইত্যাদি। আর কিছু দান- যেমন দয়াময় প্রতিপালকের দীদার ইত্যাদি অথবা আমলের পুরস্কার, একের হাজারগুণ এটা অধিক দানের অন্তর্ভুক্ত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০০)

সূরা নাজিয়াত থেকে পাওয়া ৫টি সুন্দর কথা

(১) ফেরেশতারা আল্লাহ পাকের কাছে এই কারণে প্রিয় যে, তারা তাঁর আনুগত্যের মধ্যে অগ্রগণ্য থাকে, অগ্রগণ্যের কিছু দিক রয়েছে, হুকুমের কারণ জিজ্ঞাসা না করা, বাক বিতন্ডায় সময় নষ্ট না করা, সকল কাজে আল্লাহ পাকের আনুগত্যকে সর্বাগ্রে রাখা। আল্লাহ পাকের আনুগত্য খুশি মনে এবং স্পৃহা নিয়ে করা, যদিও কারণ বুঝা না যায়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৭৬)

www.dawateislami.net

(২) তাবলীগের (প্রচার) মধ্যে সুসংবাদ এবং অনুপ্রেরণা বেশি হওয়া উচিত যাতে মানুষ অনুসরণের দিকে ধাবিত হয়। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০১)

(৩) বড় থেকে বড় অপরাধী আল্লাহ পাকের রহমত থেকে নিরাশ হবে না, ফেরাউনের মত অপরাধীকেও তাওবার দাওয়াত দেওয়া হয়েছে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০১)

(৪) পূর্ববর্তীদের মুসিবত থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা জরুরী, এর মাধ্যমে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি হয়। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৭৭)

(৫) দুনিয়াতে যার নেকীর প্রতি ভালোবাসা হয় সে জান্নাতী, যার মন্দ ও মন্দতার প্রতি ভালোবাসা থাকে সে জাহান্নামী।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০২)

সূরা আবাসা থেকে পাওয়া ২টি সুন্দর কথা

(১) হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর ওফাতের প্রেক্ষিতে ফেরেশতারা আদম সন্তানের নিকট জান্নাতী কপূর নিয়ে আসে এবং তাদের সামনে তাঁর গোসল, কাফন দাফন করে যাতে তারা শিখে নেয়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০৩)

(২) চেহারা আল্লাহ পাকের কিতাব, এই কারণে চেহারাতে মারা এবং চেহারা বিকৃত করা নিষেধ। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৭৭)

সূরা তাকভীর থেকে পাওয়া ১টি সুন্দর কথা

কুরআন সর্বপ্রথম হযরত জিবরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام পড়েছেন এবং সর্বপ্রথম হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর আমল করেছেন।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৭৮)

www.dawateislami.net

সূরা ইনফিতার থেকে পাওয়া ১টি সুন্দর কথা

মানুষের প্রাণ এবং আমল হেফাজতের জন্য ফেরেশতা মনোনীত আছে, জানের নিরাপত্তার জন্য ৬০ জন, আমল হেফাজতের জন্য ৪জন, দুইজন দিনের আর দুইজন রাতের। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০৫)

সূরা আল মুতাফ্ফিফীন থেকে পাওয়া ২টি সুন্দর কথা

(১) জান্নাতীদের জাহান্নামীদের প্রতি কোন ভালোবাসা থাকবে না।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৭৭)

(২) জান্নাত সাত আসমানের উপরে, জাহান্নাম সাত জমিনের নিচে এবং কোটি কোটি মাইল গভীরে তবে জান্নাতীরা তাদের চৌকিতে বসে সেখান থেকে সব কিছু দেখতে পাবে, সুতরাং যদি হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সবুজ গম্বুজ থেকে গোটা পৃথিবী দেখেন এতে কোন অসুবিধা নেই। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০৭)

সূরা বুরুজ থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা

(১) বেলায়ত আমলের উপর সীমাবদ্ধ নয়, ছোট শিশুও পেয়ে থাকে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০৯)

(২) আউলিয়ায়ে কেরামের অস্তিত্ব দ্বীনের সত্যতার দলিল, যেই দ্বীনে ওলী নেই ওই দ্বীন বাতিল। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭০৯)

(৩) মুসলমানদের চরিত্র এমন সুউচ্চ হওয়া উচিত যে, কাফিররা যাতে কোন ধরনের চারিত্রিক দোষ ত্রুটি বের করার সুযোগ না পায়, শুধুমাত্র ঈমানের কারণে বিরোধী থাকে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮০)

www.dawateislami.net

সূরা আ'লা থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা

(১) জাহান্নামের আগুণ একটি তবে এক ধরনের নয়, কোন স্তরে মারাত্মক তেজস্বিতা, কোন ক্ষেত্রে কম । (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৩)

(২) অন্তরের বিশুদ্ধতা বা ওয়াহভী (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দানকৃত) বা অর্জনকৃত (অর্থাৎ নিজের পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে অর্জিত) অথবা দানকৃত। ওয়াহভী বিশুদ্ধতা জন্মগত হয়ে থাকে, অর্জনকৃতটা নিজের আমলের মাধ্যমে, দানকৃতটা কারো দৃষ্টির মাধ্যমে। যেমন মেঘ ও সূর্য দূরে থেকেও ময়লাযুক্ত জমিনকে পবিত্র করে দেয়, তেমনিভাবে আল্লাহ ওয়ালাদের দৃষ্টি দূর থেকেও অপবিত্র অন্তরকেও পবিত্র করে দেয়। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১১)

(৩) দুনিয়াবী জীবন চার ধরনের: (১) তুগয়ানী (২) শয়তানী (৩) নফসানী (৪) ঈমানী। তুগয়ানী জীবন হলো সেটাই, যা আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধিতায় অতিবাহিত হয়। যেমন: ফেরাউন ও আবু জেহেলের জীবন। নফসানী ও শয়তানী জীবন হলো ওই জীবন, যা নফসে আম্মারার লালন পালন এবং আল্লাহ পাক থেকে উদাসীনতায় অতিবাহিত হয়। যেমন: সাধারণ উদাসীনদের জীবন। ঈমানী জীবন হলো ওই জীবন যা আখিরাতের প্রস্তুতির জন্য অতিবাহিত হয়। যেমন: সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর জীবন। দুনিয়ার জীবন শূন্যের মতো, যদি একাকী থাকে তবে শূন্য, আর যদি কোন সংখ্যার সাথে মিলে যায় তবে সেটাকে দশগুণ বানিয়ে দেয়, যদি এটা আখিরাতের সাথে মিলে যায় তবে দশগুণ এমনকি সাতশগুণ করে দিবে। আল্লাহ নসীব করুক। اٰمِين

www.dawateislami.net

আখিরাত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আখিরাতের জীবন, যার সূচনা কবর থেকে উঠার পর থেকে, যার শেষ নেই, সেটা পূর্বের তিন জীবন থেকে উচ্চতর। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১১)

সূরা আল গাশিয়া থেকে পাওয়া ৪টি সুন্দর কথা

(১) শয়তানী খাবার হলো সেটি যা গুনাহ করার জন্য খাওয়া হয়। নফসানী খাবার হলো সেটি যা পশুদের মতো শুধুমাত্র নফসের তৃপ্তি অর্থাৎ শুধুমাত্র পেট ভরার জন্য খাওয়া হয়। রুহানী বা ঈমানী খাবার হলো সেটি যা আল্লাহ পাকের ইবাদতের জন্য খাওয়া হয়। এই খাবার ইবাদত এজন্য রমযানে সাহরী ও ইফতার, গাজীর খাবার সব ইবাদত।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৩)

উটের গুণাবলী

(২) উট প্রকৃতির এক আশ্চর্যকর সৃষ্টি, তার মাঝে কিছু জিনিস খুবই বিস্ময়কর। যেগুলোর মধ্যে থেকে একটি হলো এটাই যে,পশু সৌন্দর্য্যের জন্য পালন করা হয় বা ক্ষেত খামারের জন্য বা বোঝা আনা নেওয়ার জন্য বা আরোহনের জন্য বা দুধ বা গোশতের জন্য, উটের মাঝে এই ছয়টি জিনিস বিদ্যমান রয়েছে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৪)

(৩) সূফীয়ায়ে কেরামগণ বলেন যে, আনুগত্য ও প্রেম উট থেকে শিখ কারণ উটের মধ্যে এই দুইটি জিনিস পরিপূর্ণভাবে রয়েছে। যে ব্যক্তি বন্ধুর আলোচনার সময় উন্মাত্ততা ও বাভাবেগে আসে না এবং যে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রত্যেক গোলামের আনুগত্য করে না সে উটের চেয়েও খারাপ, সুতরাং উট থেকে প্রত্যেক মুমিন ও কাফিরের শিক্ষা মিলে এবং এটা খুবই কার্যকরী একটি পশু। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৪)

www.dawateislami.net

(৪) কুরআনুল করীম বা পরহেযগার লোকদের দিকে পিঠ দিয়ে বসা নিষেধ, এই পিঠ ফিরানোর বাহ্যিক দিক রয়েছে এটা থেকেও বেঁচে থাকা উচিত। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১২)

সূরা আল ফজর থেকে পাওয়া ৬টি সুন্দর কথা

(১) মানুষের উদাসীনতা হলো "রাত" যা স্বয়ং নিজের নফসে আম্মারার আসল অবস্থা এবং আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ হওয়া হলো "দিন" যেটা মদীনার সূর্য (অর্থাৎ নবী পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর শুভদৃষ্টির মাধ্যমে হয়ে থাকে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৫)

(২) শাদ্দাদ পুরো পৃথিবীর বাদশাহ ছিল, সে আদন এর মতো জান্নাত বানিয়েছিল যা তৈরি হতে তিনশত বছর লেগেছিল। শাদ্দাদের বয়স নয়শত বছর ছিল। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৫)

(৩) খাবার সদকা করা অন্যান্য সদকা থেকে উত্তম কারণ এর মাধ্যমে প্রাণ রক্ষা হয়, এমনকি পশুদেরকেও খাওয়ানো সাওয়াব।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৩)

(৪) মীরাস (পৈত্রিক সম্পদ) এর ভুল বন্টন, মেয়েদেরকে বঞ্চিত করা কাফিরদের রীতিনীতি। আর এ ধরনের কাজ কঠিন আযাবের কারণ। এটা থেকে ওই মুসলমান শিক্ষা গ্রহণ করুন, যে মহিলাদেরকে মীরাস (পৈত্রিক সম্পদ) থেকে দিতে ভয় করেন। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৩)

(৫) সম্পদের ভালোবাসা মন্দ নয়, কিন্তু গভীর ভালোবাসা মন্দ। গভীর ভালোবাসা তিন ধরনের: (১) সম্পদ খরচ না করে জমা করে রেখে যাওয়া। (২) ঘুমে চেতনে সম্পদ অর্জনের চিন্তায় থাকা, আখিরাত থেকে উদাসীনতা, আল্লাহ ও রাসূল থেকে উদাসীন হয়ে যাওয়া।

www.dawateislami.net

(৩) প্রত্যেক হালাল ও হারামের মাধ্যমে সম্পদ উপার্জন করা। মনে রাখবেন! সম্পদের ভালোবাসা সীমারেখা পর্যন্ত জায়িয, সীমার চেয়ে বেশি হলে মন্দ। আর আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা সীমা পর্যন্ত জায়িয এবং সীমার অতিরিক্ত হলে আরও ভালো বরং এর কোন সীমাও নেই। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৩)

(৬) "নফসে মুত্বমাইন্না" হলো সেটি, যা প্রিয়জনের দীদার ছাড়া ধৈর্যধারণ করতে পারে না। কেউ কেউ বলেছেন: নফসে মুত্বমাইন্না হলো সেটি, যা আল্লাহর যিকিরে মগ্ন হয়ে দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু আছে তার চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যায়। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৬)

সূরা আল বালাদ থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা

(১) কান্না করে করে আল্লাহ পাকের রহমত প্রার্থনা করা উচিত এবং আল্লাহ পাক থেকে কখনো নিরাশ হওয়া উচিত নয়। যেখানে তিনি আমাদেরকে (মায়ের পেটে) এমন অসহায় অবস্থায় প্রয়োজন অনুসারে রিযিক দান করেছেন তাহলে এখন কি দেবেন না, অবশ্যই দেবেন। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৭)

(২) ধৈর্য তিন প্রকার: (১) ইবাদতের মধ্যে ধৈর্য: সব সময় ইবাদত করা, ইবাদতের কাঠিন্যতা সহ্য করা। (২) গুনাহ থেকে ধৈর্যধারণ করা সত্ত্বেও নফসের চাহিদায় গুনাহ না করা। (৩) মুসিবতে ধৈর্যধারণ করা। সাহসীকতা, দানশীলতা, রিয়াযত ধৈর্যেরই প্রকার, ধৈর্য অনেক বড় উত্তম একটি জিনিস। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, ৮৮৮ পৃষ্ঠা)

(৩) নিজের নফসের উপর দয়া হলো এটাই যে, নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানো, জান্নাতের যাওয়ার আমল করা। নিজের সন্তানের উপর দয়া হলো, তাকে দ্বীন ও দুনিয়ার সফলতার জীবন শিখানো। নিকটতম

www.dawateislami.net

আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুদের উপর দয়া হলো তাদেরকে ভালো কথার হুকুম, মন্দ কথা থেকে নিষেধ করা। ব্যক্তিগত শত্রুদের উপর দয়া হলো, তাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া, সম্প্রদায় ও দ্বীনি শত্রুদের উপর দয়া হল যে, তাদের মন্দতা থেকে দুনিয়াকে বাঁচানো।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৮)

সূরা আশ শামস থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা

(১) হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবীগণের পরে সমস্ত সৃষ্টি (অর্থাৎ নবী ও রাসূলগণের পর, আল্লাহ পাকের সমস্ত সৃষ্টি অর্থাৎ মানুষ, জিন, ফেরেশতা) থেকে উত্তম। যেমন সূর্যের পর চাঁদ। এছাড়া তিনি হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খলিফা বিলা ফসল তথা বিবেদ ছাড়া খলিফা এবং হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পর ইন্তেকাল পর হুযুর পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পাশে শায়িত হওয়া ব্যক্তিত্ব।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৯)

(২) সূফীয়ায়ে কেরামগণ বলেন: যে সময়টা আল্লাহ পাকের স্মরণে অতিবাহিত হয়, সেটা দিন। যেটা উদাসীনতায় অতিবাহিত হয় সেটা রাত। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৪)**

(৩) নফসের লক্ষ লক্ষ দোষ কিন্তু সেগুলো তিন ধরনের: মন্দ আকীদা, মন্দ আমল, উদাসীনতা। এসব দোষ থেকে নফসকে পরিচ্ছন্ন করুন, পরিচ্ছন্ন রাখুন। মন্দ আকীদা পরিচ্ছন্ন করলে ভালো আকীদা অর্জন হয়। মন্দ আমল থেকে পরিচ্ছন্নতা হলো তাওবা ও নেক আমল। উদাসীনতা থেকে পরিচ্ছন্নতা হলো নিজের গুনাহের স্মরণ রাখা, এটি কবর যিয়ারত এবং সালেহীনদের সংস্পর্শের মাধ্যমে নসীব হয়ে থাকে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৮৯)

www.dawateislami.net

সূরা আল লাইল থেকে পাওয়া ২টি সুন্দর কথা

(১) নিজেকে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم থেকে অমুখাপেক্ষী জানা উমাইয়া বিন খালফ (অমুসলিম) এর পদ্ধতি। আর নিজেকে সব সময় হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুখাপেক্ষী জানা সুন্নাতে সিদ্দিকী।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯০)

(২) আল্লাহর রাস্তায় কিছু জিনিস ক্রয় করা ক্ষতি নয় বরং উপকারই উপকার। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯১)

সূরা দ্বোহা থেকে পাওয়া ৬টি সুন্দর কথা

(১) হযরত সায়্যিদুনা মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রথম তাবলীগ (দ্বীন প্রচার) যাদুকরদের উপর বিজয় লাভ, ফেরাউন থেকে মুক্তি, এছাড়া হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে নবুয়ত দান করা হয় চাশতের সময়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৬)

(২) ওই মুরিদ ও ছাত্র বা সন্তান সৌভাগ্যবান, যার সম্পদ পীর, শিক্ষক, বাবা-মায়ের জন্য খরচ হয়। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৬)

(৩) চারজন নবী বাহ্যিকভাবে সম্পদশালী ছিলেন, হযরত সায়্যিদুনা ইবরাহীম, সুলাইমান, দাউদ, ইউসুফ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বাকি নবীগণ মিসকীন (দুনিয়াবি সম্পদ থেকে বিমুখ), যেহেতু আমাদের নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সমস্ত নবীগণের গুণাবলীর সমষ্টি সুতরাং তিনি মিসকীনও ছিলেন এবং সম্পদশালীও ছিলেন। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯২)

(৪) হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরজা হলো ওই দরজা, যেখানে সকল প্রার্থনাকারীদের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯২)

www.dawateislami.net

(৫) আলিম-ছাত্রকে, মাশায়েখ-সত্যিকার মুরিদকে, ধনী-গরীবদেরকে ধমক দিবে না। কারণ এরা সবাই ভিক্ষুক। কখনো কখনো ভিক্ষুকের পোশাকে কোন মকবুল বান্দাও থাকে, যে আমাদের পরীক্ষা করার জন্য এসে থাকে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৩)

(৬) মুসলমানদের চালচলন ও জীবন-যাপন ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী হওয়া উচিত, এতে আল্লাহ পাকের নেয়ামত অর্থাৎ ইসলামের বহিঃপ্রকাশ রয়েছে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৩)

সূরা আলাম নাশরাহ থেকে পাওয়া ৪টি সুন্দর কথা

(১) কিয়ামত পর্যন্ত উম্মতের মন্দ আমল পর্যবেক্ষণ করে পবিত্র কলবে কষ্ট ছিল, আল্লাহ পাক আরোগ্য দান করে হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর হৃদয়কে প্রশান্তি দান করলেন। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বীয় উম্মতের সমস্ত অবস্থা সম্পর্কে অবহিত অন্যথায় তাঁর দুঃখ হতো না কারণ ওই যুগে সমস্ত সাহাবীগণ মুত্তাকী ছিলেন। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৩)

(২) দায়িত্ব হলো ঈমানদারদের জন্য বোঝা আর বেঈমান গাদ্দারের জন্য আরাম আয়েশের সরঞ্জাম। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৩)

(৩) নিজের ইবাদতের বিনিময়ে জান্নাতও চেয়ো না, শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির প্রত্যাশী হও। দুনিয়াতে মন লাগিওনা কারণ এটি "নশ্বর"। আল্লাহর প্রতি মন লাগাও কারণ তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। সমুদ্রে নৌকা থাকলে তো মুক্তি কিন্তু নৌকাতে সমুদ্র এসে গেলে তো ধ্বংস। অন্তর দুনিয়াতে থাকবে, অন্তরের মধ্যে দুনিয়া থাকবে না কারণ সেটা বন্ধুর থাকার জায়গা। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৪)

www.dawateislami.net

(৪) আল্লাহ পাকের সাথে ভালোবাসার দুটি বিশেষ নিদর্শন রয়েছে, এক হলো তাঁর প্রিয় বান্দা ও তাঁর প্রিয় জিনিসের প্রতি ভালোবাসা রাখা। অপরটি হলো যেকোন অবস্থায় তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট না হওয়া।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৪)

সূরা আত ত্বীন থেকে পাওয়া ৪টি সুন্দর কথা

(১) যায়তুনের গাছের বয়স তিন হাজার বছর। এটা শুষ্ক পাহাড়ের মধ্যে হয়ে থাকে, পরিচর্যা ও পানির প্রয়োজন হয় না, নিজে নিজেই বেড়ে উঠে। এটার তেল একেবারে পরিষ্কার ও স্বচ্ছ এবং তরকারী হিসেবে খাওয়া হয়। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৪)**

(২) হযরত আদম ও হাওয়া عَلَيْهِمَا السَّلَام, জান্নাত থেকে আঞ্জিরের পাতা মুড়িয়ে দুনিয়াতে এসেছেন এবং জমিনের হরিণীকে এই পাতা খাইয়ে দিয়েছেন, যার ফলে তার সৌন্দর্যতা এবং মুশক তথা সুগন্ধি নসীব হয়েছে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৪)**

(৩) হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام তালিব ছিলেন আর তাওরাত ছিল মাতলুব। এই কারণে তিনি কিতাব নেওয়ার জন্য তুর পাহাড়ে গিয়েছিলেন কিন্তু হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাতলুব আর কুরআনুল করীম তালিব, এই কারণে কুরআন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কাছে এসেছিল। যখন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাক্কী ছিলেন তখন কুরআনের আয়াত মাক্কী হয়, যখন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মাদানী হয়ে গেলেন তখন আয়াতও মাদানী হলো। কাজেই মক্কা এবং মদীনার প্রত্যেক ওলি-গলি "তূরে সীনা"। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৫)**

www.dawateislami.net

(৪) আল্লাহ পাক ব্যতীত কোন আহকামুল হাকিমীন নেই কারণ আহকামুল হাকিমীন হলেন তিনি, যার রাজত্ব সদা-সর্বদা থাকে। যার রাজত্ব সকল মাখলুকের উপর, যার রাজত্ব থেকে কেউ মৃত্যুবরণ করেও বের হতে পারে না। যার রাজত্বে অন্যায়মূলক বিচার হতে পারে না। যার রাজত্ব থেকে কেউ পালাতে পারে না, এই গুণাবলী আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো রাজত্বে নেই। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৫)

সূরাতুল আলাক থেকে পাওয়া ৫টি সুন্দর কথা

(১) আল্লাহ পাকের যিকিরের জন্য বুযুর্গদের অনুমতি উপকারী, অনুমতি ছাড়া আল্লাহর যিকিরে বিশেষ কোন প্রভাব থাকে না।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৫)

(২) অন্য মাখলুকের তুলনায় মানুষ বেশি মুখাপেক্ষী, পশুরা শুধুমাত্র খাবারের মুখাপেক্ষী। মানুষ খাবার, কাপড়, ঘর সব কিছুর মুখাপেক্ষী। তাছাড়া পশু শুধুমাত্র সবুজ ঘাস ইত্যাদি খেয়ে নেয় কিন্তু মানুষের খাবারে বিভিন্ন ধরনের ঝগড়া। পশুদের রোগ সামান্য কিন্তু চিকিৎসা সহজ, মানুষের রোগ বেশি কিন্তু চিকিৎসা কঠিন। এই অধিক মুখাপেক্ষীতা এজন্য রয়েছে যে, মানুষ উদাসীন হয়ে অবাধ্য হয়ে না হয়ে যায়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৬)

(৩) যখন কাবা শরীফে মূর্তী ছিল তখনো হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটার তাওয়াফ, সেটার দিকে নামায আদায় করতেন, সুতরাং আউলিয়ায়ে কেরামের কবরে যদিও নাজায়িয জিনিস থাকে তবুও সেই জায়গাগুলো বরকতময় থাকবে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৭)

(৪) মুসলমানদের নামায থেকে বিরত রাখা আবু জেহেলের কাজ।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৭)

www.dawateislami.net

(৫) সিজদা সর্বোত্তম ইবাদত, এতে বান্দা নিজের মাথা জমিনের উপর রেখে নিজের বিনয় প্রকাশ করে এবং মুখ দিয়ে আল্লাহ পাকের মহত্বের স্বীকার করে। এই কারণে প্রত্যেক রাকাতে সিজদা দুটি, ক্বিয়াম ও রুকু একটি করে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৮)

সূরাতুল কদর থেকে পাওয়া একটি সুন্দর কথা

কুরআন নাযিল, ফেরেশতাদের সৃষ্টি, জান্নাতে বাগান শবে কদরে হয়েছে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৮)

সূরা আল বায়্যিনাহ থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা

(১) মানুষ মৃত্যুবরণ করে বাদশাহর রাজত্ব থেকে বের হয়ে যায় কিন্তু হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উম্মত থাকে, এই কারণে কবরে তাঁর পরিচিতি চাওয়া হয়। হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্বে এই প্রশ্নাবলী কবরে ছিল না। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৮৯৯)

(২) আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির আলামত হলো এটাই যে, বান্দার ভালো কাজের তাওফীক পায়, মাখলুকের অন্তর তার দিকে টানে এবং মানুষের মাঝে তার উত্তম আলোচনা হয়, ফেরেশতারাও তাকে ভালোবাসে।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৯)

(৩) বান্দার সন্তুষ্টির আলামত হলো- বান্দা সুখে-দুঃখে, বিপদে- আপদে সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের উপর সন্তুষ্ট থাকে। তাঁর কঠোর শরয়ী হুকুম আহকাম আনন্দ চিত্তে পালন করে। যখন রোগী ডাক্তারের প্রতি সন্তুষ্ট তাহলে তার দেয়া তিক্ত ওষুধ সেবন ও অপারেশন করার প্রতিও সন্তুষ্ট, এই নেয়ামত কেউ কেউ পেয়ে থাকে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৯)

www.dawateislami.net

সূরা আয যিলযাল থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা

(১) জিন ও মানব তাদের জীবনে জমিনের উপর বোঝা। দাফনের পর জমিনের বোঝা, এই কারণে তাদেরকে সাকলাইন বলা হয়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯০০)

(২) কিয়ামতে সাতজন সাক্ষী হবে:- জমিন, আসমান, সময়, আমাদের নিজেদের হাত-পা, আমল লেখক ফেরেশতা, আমলনামা, আল্লাহ পাক। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭১৯)**

(৩) যেমনিভাবে জমিনের মধ্যে পানি ইত্যাদি শোষণ করার ক্ষমতা আছে, তেমনিভাবে আমাদের কথা ও আমল ধারণ করারও ক্ষমতা রাখে। আজ সবকিছু শোষণ করে নিচ্ছে, কিয়ামতে বর্ণনা করে দিবে। যেমন রেকর্ড করার সময় আওয়াজ চুষে নেয় এরপর সুইচ দেওয়ার সাথে সাথেই বলে উঠে। এছাড়া জমিন সৌভাগ্য ও দূভার্গ্যকেও চুষে নেয় যে, মকবুলদের জায়গা বরকতময় হয়ে থাকে আর মরদুদদের জায়গা দুর্ভাগ্য হয়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯০০)

সূরা আল আদিয়াত থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা

(১) খওফে খোদার (আল্লাহ ভীতি) অশ্রু জাহান্নামের আগুন নিভানোর জন্য খুবই উপকারী। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯০১)**

(২) সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইহসান (দয়া) মানুষের উপরে হয়েছে, তাকেই আশরাফুল মাখলুকাত বানানো হয়েছে, তাকেই সমস্ত মাখলুকের সেবক বানানো হয়েছে, তার মধ্যে থেকেই আম্বিয়া ও আউলিয়া সৃষ্টি হয়েছে, এরপরও অনেক মানুষই অকৃতজ্ঞ হয়েছে যে, খোদা দাবী করে, মিথ্যা নবুয়ত দাবী করে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মোকাবেলা এই মানুষই করেছে। **(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭২০)**

www.dawateislami.net

(৩) সম্পদের ভালোবাসা হৃদয় কঠিন হওয়ার কারণ, যেমন হুযুর পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা অন্তর নরম হওয়ার কারণ। দেখুন এজিদ, ফেরাউন, শাদ্দাদ, পশুর চেয়েও অধিক কঠিন হৃদয়ের অধিকারী ছিল। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৭২০)

সূরা আল ক্বারীয়া থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা

(১) কিয়ামতের দিন মীযান এবং আমলনামার পরিমাপ সত্য।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯০১)

(২) শুধুমাত্র ওই আমলসমূহের পরিমাপ হবে, যেগুলো আমলনামায় লিখা হয়ে গেছে। সুতরাং শিশু, পাগলের আমল, একইভাবে আল্লাহ পাকের প্রতি ইশক, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসার পরিমাপ হবে না, কারণ সেগুলো আমলনামায় লিখা নেয়।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯০১)

(৩) পরিমাপ শুধুমাত্র মানুষের জন্য, যাদের জন্য জান্নাত ও জাহান্নাম রয়েছে। ফেরেশতা ও পশুদের আমলনামা পরিমাপ করা হবে না কারণ তাদের জন্য না জান্নাত রয়েছে আর না জাহান্নাম। কাফির জিনদের জন্য যদিও জাহান্নাম রয়েছে কিন্তু মুমিন জিনদের জন্য জান্নাত নয়। সুতরাং তাদের আমলও পরিমাপ করা হবে না, কারণ তাদের আমল লিখা নেয়। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯০১)

সূরা হুমাযাহ থেকে পাওয়া একটি সুন্দর কথা

সাধারণ মানুষ অন্তর ও মুখের মাধ্যমে, ওলামায়ে কেরাম মুখ ও কলমের মাধ্যমে, শাসকরা প্রভাব ও শক্তির মাধ্যমে তাবলীগ (দ্বীন প্রচার) করবে। (তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯০৩)

www.dawateislami.net

সূরা ফালাক থেকে পাওয়া একটি সুন্দর কথা

চুল এবং ভাঙ্গা চিরুনী বাহিরে ফেলা উচিত নয়। নিরাপদ জায়গায় ফেলুন কারণ এর মাধ্যমে খুব বেশি জাদু করা হয় ।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯০৮)

সূরা নাস থেকে পাওয়া একটি সুন্দর কথা

শয়তান আমাদের এমন শত্রু, যাকে আমরা চোখে দেখি না। অর্থাৎ সে আমাদের দেখে আমরা তাকে দেখি না। সুতরাং ওই শক্তিমান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও যে তাকে দেখে কিন্তু সে আল্লাহকে দেখে না। শক্তিমান শত্রু থেকে বাঁচতে শক্তিমান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।

(তাফসীরে নুরুল ইরফান, পৃষ্ঠা ৯০৮)

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

আত্তারের দোয়াঃ ১
দরুদ শরীফের ফযিলত.....১
সূরা মুরাসালাত থেকে পাওয়া ২টি সুন্দর কথা ২
সূরা নাবা থেকে পাওয়া ৫টি সুন্দর কথা.....২
সূরা নাজিয়াত থেকে পাওয়া ৫টি সুন্দর কথা ৩
সূরা আবাসা থেকে পাওয়া ২টি সুন্দর কথা ৪
সূরা তাকভীর থেকে পাওয়া ১টি সুন্দর কথা ৪
সূরা ইনফিতার থেকে পাওয়া ১টি সুন্দর কথা ৫
সূরা আল মুতাফ্ফিফীন থেকে পাওয়া ২টি সুন্দর কথা..... ৫
সূরা বুরুজ থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা ৫
সূরা আ'লা থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা..... ৬
সূরা আল গাশিয়া থেকে পাওয়া ৪টি সুন্দর কথা.....৭
উটের গুণাবলী ৭
সূরা আল ফজর থেকে পাওয়া ৬টি সুন্দর কথা..... ৮
সূরা আল বালাদ থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা.....৯
সূরা আশ শামস থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা ১০
সূরা আল লাইল থেকে পাওয়া ২টি সুন্দর কথা..... ১১
সূরা দ্বোহা থেকে পাওয়া ৬টি সুন্দর কথা ১১
সূরা আলাম নাশরাহ থেকে পাওয়া ৪টি সুন্দর কথা.....১২
সূরা আত ত্বীন থেকে পাওয়া ৪টি সুন্দর কথা ১৩
সূরাতুল আলাক থেকে পাওয়া ৫টি সুন্দর কথা ১৪
সূরাতুল কদর থেকে পাওয়া একটি সুন্দর কথা ১৫
সূরা আল বায়্যিনাহ থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা ১৫
সূরা আয যিলযাল থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা ১৬
সূরা আল আদিয়াত থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা ১৬
সূরা আল ক্বারীয়া থেকে পাওয়া ৩টি সুন্দর কথা.....১৭
সূরা হুমাযাহ থেকে পাওয়া একটি সুন্দর কথা.....১৭
সূরা ফালাক থেকে পাওয়া একটি সুন্দর কথা ১৮
সূরা নাস থেকে পাওয়া একটি সুন্দর কথা.....১৮

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net